রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স

ই-১৩/ডি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে জনসম্পৃক্ততা জোরদারে ‘উঠান বৈঠক’ আয়োজন

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পকে ঘিরে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সরাসরি মতবিনিময়ের লক্ষ্যে আজ প্রকল্প সাইটের নিকটবর্তী চরসাহাপুরে ‘উঠান বৈঠক’ আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ কবীর হোসেনের উপস্থিতিতে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা, পরিবেশগত প্রভাব, প্রযুক্তিগত দিক ও আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে সহজ ভাষায় তথ্য উপস্থাপন করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ কবীর হোসেন বলেন, স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা একটি বড় জাতীয় প্রকল্পের সফলতার মূল চাবিকাঠি। তিনি গুজব বা যাচাইবিহীন তথ্য থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে সঠিক তথ্যের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, তথ্যকেন্দ্র ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ 'Nuclear Power in Bangladesh' অনুসরণের পরামর্শ দেন। এছাড়া, এই প্রকল্পের সূচনালগ্ন হতে এলাকাবাসীর সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার কথা তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উক্ত উঠান বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন জনাব এস এম মাহমুদ আরাফাত, প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সিআরএনপিপি, এনপিসিবিএল।

উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জনাব মো: শাহাবুদ্দিন সেন্টু সরদার বলেন, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে ভুল ধারণা দূর হচ্ছে এবং প্রকল্পের নিরাপত্তা সম্পর্কে আস্থা তৈরি হচ্ছে, যা স্থানীয়দের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দা জনাব মো: গোলজার হোসেন বলেন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এ অঞ্চলের অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে এবং আজকের আয়োজন থেকে আমার অনেক ভুল ধারনার সঠিক উত্তর পেয়েছি, সে জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনকে ধন্যবাদ। পারমাণবিক তথ্যকেন্দ্রের প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ আশিক হায়দারের সঞ্চালনায় আয়োজনে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আছমা বেগম, কমিশনিং এন্ড এক্সটার্নাল ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের প্রধান জনাব সাগর আলম, গণমাধ্যম ফোকাল পয়েন্ট সৈকত আহমেদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ ইকবাল হাসানী এবং পারমাণবিক তথ্যকেন্দ্রের কমিউনিকেশন ম্যানেজার আহসান হাবিব উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ফুয়েল লোডিংয়ের জন্য কমিশনিং লাইসেন্স অর্জনের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম ইউনিট শিঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে। ফুয়েল লোডিং সম্পন্ন হওয়ার পর রিঅ্যাক্টরের পাওয়ার প্রায় ৩০-৩৫% ক্ষমতায় পৌঁছালে জাতীয় গ্রিডে প্রথম বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হবে এবং ফুয়েল লোডিং এর শুরু হতে আরও প্রায় ১০ মাস পর জাতীয় গ্রিডে ১০০% বিদ্যুৎ যোগ করবে। একইভাবে আরও একবছর পরে ২য় ইউনিট চালু হলে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে।

বার্তা প্রেরক,

সৈকত আহমেদ
ফোকাল পয়েন্ট (গণ মাধ্যম)
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক তথ্য কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।